সবক্ষেত্রেই নৈতিকতার দিকে নজর রাখতে হয়।

■ গুণবাচক গবেষণা (Qualitative Research)

গুণবাচক গবেষণায় (Qualitative Research) সমাজ গবেষক কোনো সমস্যাকে ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। সামাজিক গবেষণায় যে সমস্ত গবেষকরা এই ধরণের গবেষণা করেন, তাঁরা পরিমাণবাচক বা সংখ্যাবাচক গবেষণাকে (Quantitative Research) কেবলমাত্র 'তথ্যের সন্নিবেশ' (Compilation of data) বলে সমালোচনা করেন। গুণবাচক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীসমূহের জীবনযাত্রার বিষয়ীগত দিক, তাদের উদ্দেশ্য, আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা যায়। এই ধরণের গবেষণা পদ্ধতিতে ক্রিয়াকারী ব্যক্তির বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ গুরুত্ব পায়। গুণবাচক গবেষকরা মনে করেন যে, যে ক্ষেত্রের ওপর গবেষণা করা হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতিকে গবেষকের সামনে তুলে ধরবে। Alan Bryman তাঁর "Social Research Methods (2004)" শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, গুণবাচক গবেষণার মধ্যে দিয়ে তত্ত্ব এবং গবেষণার সম্পর্ক সম্বন্ধে আরোহীমূলক (inductive) দৃষ্টিভঙ্গি

2020-6-1 18:0

পাওয়া যায় যেখানে গবেষণার মধ্য দিয়েই তত্ত্বের জন্ম হয়। এই ধরণের গবেষণায় কোনো সামাজিক ঘটনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়। ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ বাস্তবতাকে (social reality) যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। অনেক সময় গবেষক অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। ম্যাক্স ওয়েবারের 'ফেরস্তেহেন' (verstehen)-এর ধারণা এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে।

পরবর্তী অংশে গুণবাচক গবেষণার বিভিন্ন ধরণের রূপের বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

■ ক্ষেত্র গবেষণা (Field Research)

ক্ষেত্র গবেষণা (Field Research) বলতে বোঝায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কার্যাবলী সংক্রান্ত বিচার-বিশ্লেষণকে। ক্ষেত্র গবেষক অন্যান্য ব্যক্তিদের জগৎ এবং জীবনে প্রবেশ করে দেখার চেষ্টা করেন যে তাদের বসবাসের ধরণটি কেমন, কেমনভাবে তারা কথা বলে এবং আচার-আচরণ করে থাকে, তাদের পছন্দ-অপছন্দের ধরণটিই বা কি ইত্যাদি। অনেকে আবার ক্ষেত্র গবেষণাকে 'মানবজাতির বিবরণ' (Ethnography) নামেও অভিহিত করে থাকেন। ক্ষেত্রের বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাভাবিক ধারা আলোচনা প্রসঙ্গেই 'ক্ষেত্র গবেষণা পদ্ধতির' উদ্ভব। ১৯২০ এর দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো স্কুল-এর হাত ধরে ক্ষেত্র গবেষণার উদ্ভব হয়। সেই সময় গুণবাচক গবেষণাপদ্ধতি (Qualitative Research Method) কেবলমাত্র মনুষ্য স্বভাব সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনার পদ্ধতির (Humanist Method) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষামূলক গবেষণার ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে ক্ষেত্র গবেষণা অনেকটাই পিছিয়ে পড়তে থাকে। তবে, পরবর্তীকালে গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যায় ক্ষেত্র গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনকে খুঁটিনাটিভাবে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Participant Observation) প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এক্ষেত্রে, পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে গবেষণার মূল বিষয়বস্তুর সাথে যুক্ত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পর্যবেক্ষকের লক্ষ্যই হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রণালী প্রত্যক্ষ করে তথ্য সংগ্রহ করা। সেই কারণে এই ধরণের গবেষণায় গবেষককে অনেক আগে থেকেই ক্ষেত্র সম্পর্কে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয় এবং গবেষণা নকশা (Research Design) তৈরী করতে হয়।

2020-6-1 | 8

Scanned with CamScanner

• **ক্ষেত্র গবেষণার সংজ্ঞা (Definition of Field Research) :** কোনো কোনো সমাজ গবেষক মনে করেন যে, মানুষের আচার-আচরণ ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণের কৌশল হলো কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা। **Therese Baker** মন্তব্য করেছেন যে ক্ষেত্র গবেষণা বলতে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে বোঝানো হয় না, বোঝানো হয় একটি প্রেক্ষাপটকে (Context) যেখানে গবেষণা সম্পাদিত হয়— অর্থাৎ ক্ষেত্র (field)। তাঁর মতে, ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। তবে সেগুলি মূলত গবেষকের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ (Direct Observation)-কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। পর্যবেক্ষক হিসাবে, একজন সমাজ গবেষক যে গোষ্ঠীর ওপর গবেষণা করছেন, তার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত হতে পারেন অথবা ঐ গোষ্ঠীর সদস্যও হতে পারেন। আবার, অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ঐ গোষ্ঠীকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মাধ্যম হিসাবে ভিডিও ক্যামেরা অথবা রেকর্ড করার অন্যান্য যান্ত্রিক মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়। আচার অনেক সময় গবেষক একটি নোটবই এবং কলম নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। **Earl Babbie**-এর মতে, ক্ষেত্র গবেষণা হলো এমন এক ধরণের গবেষণা যার মাধ্যমে সমাজ গবেষক কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ চিত্র লাভ করেন। সরাসরি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে কোনো ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে ঐ ঘটনা সম্পর্কে গবেষকের এক গভীর এবং বিশদ্ ধারণা গড়ে ওঠে। **Bailey**-র ধারণা হলো, ক্ষেত্র গবেষণা হলো সেই ধরণের গবেষণা যা সম্পাদিত হয় কোনো একটি স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, যেখানে বেশীর ভাগ সময়ই গবেষককে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং অনেক সময় প্রথাগত কাঠামো সমৃদ্ধ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় না। বরং, গবেষক অনেকসময়ই যে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষণ করছেন তার সংস্কৃতির শরিক হয়ে পড়েন। **D. K. lal Das** এর মতে, ক্ষেত্র গবেষণার মাধ্যমে কোনো একটি স্বাভাবিক পরিবেশে ঘটে চলা কোনো ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন যে, যদি কোনো গবেষক কোনো একটি উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় আকৃষ্ট হন, তখন তিনি এই ধরণের গবেষণার মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

• **ক্ষেত্র গবেষণার সাধারণ উপাদানসমূহ (General Components of Field Research) :** পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক না কেন, ক্ষেত্রগবেষণায় কতকগুলি উপাদানকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। সেগুলি নিম্নরূপ—

(ক) একটি ক্ষেত্র (The Setting) : ক্ষেত্র গবেষণায় একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র গবেষণার

Scanned with CamScanner